জাবির আইআরএস অ্যান্ড জিআইএসে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব ডিগ্রিধারীরাই বাদ

আলী হাসান মর্তূজা, জাবি
২৬ এপ্রিল ২০২৬, ১২:০০ এএম

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব রিমোট সেনসিং অ্যান্ড জিআইএস (আইআরএসজিআইএস)-এ শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াকে ঘিরে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। আগামী ২৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিতব্য নিয়োগ পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে স্বচ্ছতা, ন্যায্যতা এবং নীতিমালার প্রয়োগ নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে সংশ্লিষ্ট মহলে। প্রার্থীদের অভিযোগÑ সাংঘর্ষিক নীতিমালার প্রয়োগ, প্রার্থী বাছাইয়ে গোপনীয়তা এবং বিশেষায়িত ডিগ্রিধারীদের পরিকল্পিতভাবে বাদ দেওয়ার মতো নানা অভিযোগে ঘেরা এই নিয়োগ প্রক্রিয়া।

জানতে চাইলে উপাচার্য অধ্যাপক কামরুল আহসান বলেন, বিভিন্ন বিভাগ থেকে আবেদনকারীদের সিজিপিএ'র ওপর ভিত্তি করে বাছাই করতে গেলে বৈষম্য তৈরি হচ্ছে। আমরা তো নীতিমালার বাইরে যেতে পারি না। বর্তমান নীতিমালার আলোকে যদি কোনো প্রক্রিয়ায় ভুল না হয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই। তবে, নীতিমালা নিয়ে কারো কোনো আপত্তি থাকলে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে আমরা পূনর্বিবেচনা করতে পারি।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০২৫ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর এবং ২০২৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত দুটি পৃথক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির আওতায় এই নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তিতে আগের আবেদনকারীদের পুনরায় আবেদন না করার কথা বলা হলেও, বাস্তবে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এমনকি পূর্বে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত কিছু প্রার্থী পরবর্তী

ধাপে বাদ পড়েছেন, যা প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি করেছে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সিএই, ইইই, পরিবেশ বিজ্ঞান, ভূগোলসহ বেশ কয়েকটি বিভাগের শিক্ষার্থীদের আবেদনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এদিকে প্রাথমিক বাছাইয়ে সিজিপিএ'র ওপর নম্বর রাখা হয়েছে। এতে, যেসব বিভাগে সিজিপিএ বেশি ওঠে শূরুতেই তারা এগিয়ে যাচ্ছেন। অন্যদিকে বিভাগের সর্বোচ্চ সিজিধারী হয়েও পিছিয়ে পড়ছেন ভূগোল, ইউআরপির মতো বিভাগের শিক্ষার্থীরা। এটিকে বৈষম্য হিসেবে উক্ত ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক মুহম্মদ নজরুল ইসলাম ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুল আহসান স্বীকার করেছেন।

বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে নতুন শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালার প্রয়োগ। এখানে প্রাথমিক বাছাইয়ের সময় একাধিক স্নাতকোত্তর ডিগ্রির ক্ষেত্রে কেবল ব্যাচেলর ডিগ্রির পর অর্জিত প্রথম স্নাতকোত্তরকে মূল্যায়নের আওতায় আনা হচ্ছে। কিন্তু আইআরএসজিআইএস-এ কোনো স্নাতক পর্যায়ের প্রোগ্রাম না থাকায় এখানকার বিশেষায়িত নিয়মিত স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কার্যত মূল্যায়নের বাইরে থেকে যাচ্ছে। ফলে এই ইনস্টিটিউট থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়েছে।

ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীসূত্রে জানা গেছে, তাদের অধিকাংশই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ থেকে স্নাতক ও প্রথম স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করে প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে এখানে দ্বিতীয় বিশেষায়িত নিয়মিত মাস্টার্সে ভর্তি হন। তাদের মধ্যে অনেকেই পূর্ববর্তী বিভাগে শীর্ষ মেধাক্রমে ছিলেন এবং ইনস্টিটিউটেও উচ্চ ফলাফল অর্জন করেছেন। কিন্তু বর্তমান নীতিমালার কারণে তাদের এই বিশেষায়িত ডিগ্রি মূল্যায়নের বাইরে থেকে যাচ্ছেÑ এমন অভিযোগ এখন জোরালো হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে, তুলনামূলকভাবে কম প্রাসঙ্গিক বিভাগ থেকে আগত কিছু প্রার্থী নিয়োগ পরীক্ষার জন্য আহ্বান পেয়েছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে, যাদের এ বিষয়ের নিয়মিত ডিগ্রি নেই। একই সঙ্গে নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে নীতিমালার অসঙ্গতির বিষয়টিও সামনে এসেছে। প্রথম ধাপে সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়নের সময় দ্বিতীয় নিয়মিত স্নাতকোত্তর ডিগ্রিকে মূল্যায়নের বাইরে রাখা হলেও পরবর্তী ধাপে ইভিনিং কোর্সকে অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছেÑ যা নীতিমালার পরস্পরবিরোধী প্রয়োগের ইঙ্গিত বলে সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ।

প্রসঙ্গত, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ইনস্টিটিউটটি দেশে রিমোট সেনসিং ও জিআইএস বিষয়ে একমাত্র নিয়মিত স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। ইতোমধ্যে একাধিক ব্যাচ এখান থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছে। তবে অভিযোগ রয়েছে, এই ইনস্টিটিউটের প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানধারী একাধিক প্রাক্তন শিক্ষার্থীও এবারের নিয়োগ পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত তালিকায় জায়গা পাননি। বিষয়টি সংশ্লিষ্টদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের কাছে আরও একটি প্রশ্ন উঠেছে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির যোগ্যতা নির্ধারণ নিয়ে। বর্তমান বিজ্ঞপ্তিতে রিমোট সেনসিং ও জিআইএস বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিকে আলাদাভাবে বা বাধ্যতামূলক শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। এতে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, নিজস্ব ইনস্টিটিউটের বিশেষায়িত ডিগ্রি যদি শিক্ষক নিয়োগে বিবেচনায় না আসে, তবে এমন প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও এর শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ কোথায় দাঁড়ায়। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়েই বড় প্রশ্ন উঠেছে।

এদিকে প্রশাসনিক দিক থেকেও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। ইনস্টিটিউটটির বর্তমান পরিচালক অধ্যাপক মুহম্মদ নজরুল ইসলাম একই সঙ্গে ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, যা অনেকের মতে অস্বাভাবিক ও নজিরবিহীন। একই ব্যক্তির হাতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থাকা প্রশাসনিক ভারসাম্য ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বচ্ছতা নিয়ে নতুন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

একই সঙ্গে দুই দায়িত্বে বহাল থাকা সমীচীন কিনা জানতে চাইলে ইনস্টিটিউটের পরিচালক ও ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক মুহম্মদ নজরুল ইসলাম বলেন, বিভাগীয় সভাপতির পদ সিনিয়রিটির ভিত্তিতে আসে, অন্যদিকে ইনস্টিটিউট স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান এ জন্য কোনো সাংঘর্ষিক বিষয় নেই। সার্বিক বিষয়ে তিনি বলেন, আমরা বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েই দিয়েছি, সুতরাং আবেদনের পর প্রশ্ন তোলা ঠিক নয়। এসব নিয়ম আগেই তৈরি করা, এখানে বৈষম্য তৈরি হয়েছে। আমরা পরবর্তীতে গভর্নিংবডিতে আলোচনার মাধ্যমে এর সমাধান করব।